রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ১২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৭ বৈশাখ ১৪২৮/১০ মে ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.২১.১০৩—দেশ যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে, এমন একটি অনন্য সময়ে গত ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে দশম 'ডি-৮' সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

২। 'ডি-৮'-এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মন্ত্রিসভা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমাগত প্রসিদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ২০ বৈশাখ ১৪২৮/০৩ মে ২০২১ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২০ বৈশাখ ১৪২৮ / ০৩ মে ২০২১

দেশ যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে, এমন একটি অনন্য সময়ে গত ৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে দশম 'ডি-৮' সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী দুই বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'ডি-৮'-এর দ্বিতীয় সম্মেলনেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

গত ১৫ জুন ১৯৯৭ সালে 'ইস্তাম্বুল ঘোষণা'র মাধ্যমে তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন এরবাকান 'ডি-৮' বা উন্নয়নশীল আট রাষ্ট্র-জোট প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিমপ্রধান উন্নয়নশীল এই আট রাষ্ট্র-জোটে রয়েছে বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান ও তুরস্ক। এই জোটের উদ্দেশ্য হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলির উন্নতি সাধন তথা বিশ্ব-অর্থনীতিতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা, পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সুবিধা বৃদ্ধি করা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং মানসম্মত জীবন যাপন নিশ্চিত করা। 'ডি-৮'-এর সহযোগিতার প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে- আর্থিক ও ব্যাংকিং, গ্রাম উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবকল্যাণ ও মানবাধিকার, কৃষি, জ্বালানি, পরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

এ বছর শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে অংশীদারিত্ব: যুবশক্তি ও প্রযুক্তির প্রস্তুতি'। এ সম্মেলনে 'ডি-৮' ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও জোরদার করা ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান, জ্বালানি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং পর্যটন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হলে এটি আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই তিনি রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করার জন্য মিয়ানমারের প্রতি চাপ প্রয়োগের নিমিত্ত 'ডি-৮' ভুক্ত দেশগুলির নেতাদের প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুবকদের সক্রিয় সম্পৃক্ততায় কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতি সচল আছে। এছাড়া তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য 'ডি-৮' জোটের দেশগুলির মধ্যে যৌথ সহযোগিতা বাড়ানোর তাগিদ প্রদান করেন।

মন্ত্রিসভা এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা এখন দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। নিজ মেধা ও যোগ্যতায় তিনি সর্বমহলে সমাদৃত। বেশ কিছু বৈশ্বিক উচ্চ-পর্যায়ের প্যানেলে তাঁর সুসংহত অবস্থান রয়েছে। নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও সফলতা সকলের নিকট স্বীকৃতি পেয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বসুলভ অবদানের জন্য তিনি অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। বৈশ্বিক বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ এখন সর্বজন গ্রাহ্য। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি দ্বিতীয়বারের মত 'ডি-৮'-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন; যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও অহংকারের বিষয়।

মন্ত্রিসভা মনে করে 'ডি-৮'-এর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। মন্ত্রিসভা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমাগত প্রসিদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd